আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

নিকোলাই নোসভ

১২

নতুন আলাপ

'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

নিকোলাই নোসভ

১২

নতুন আলাপ

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম
ছবি এঁকেছেন বরিস কালাউশিন

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

www.nagorikpathagar.org

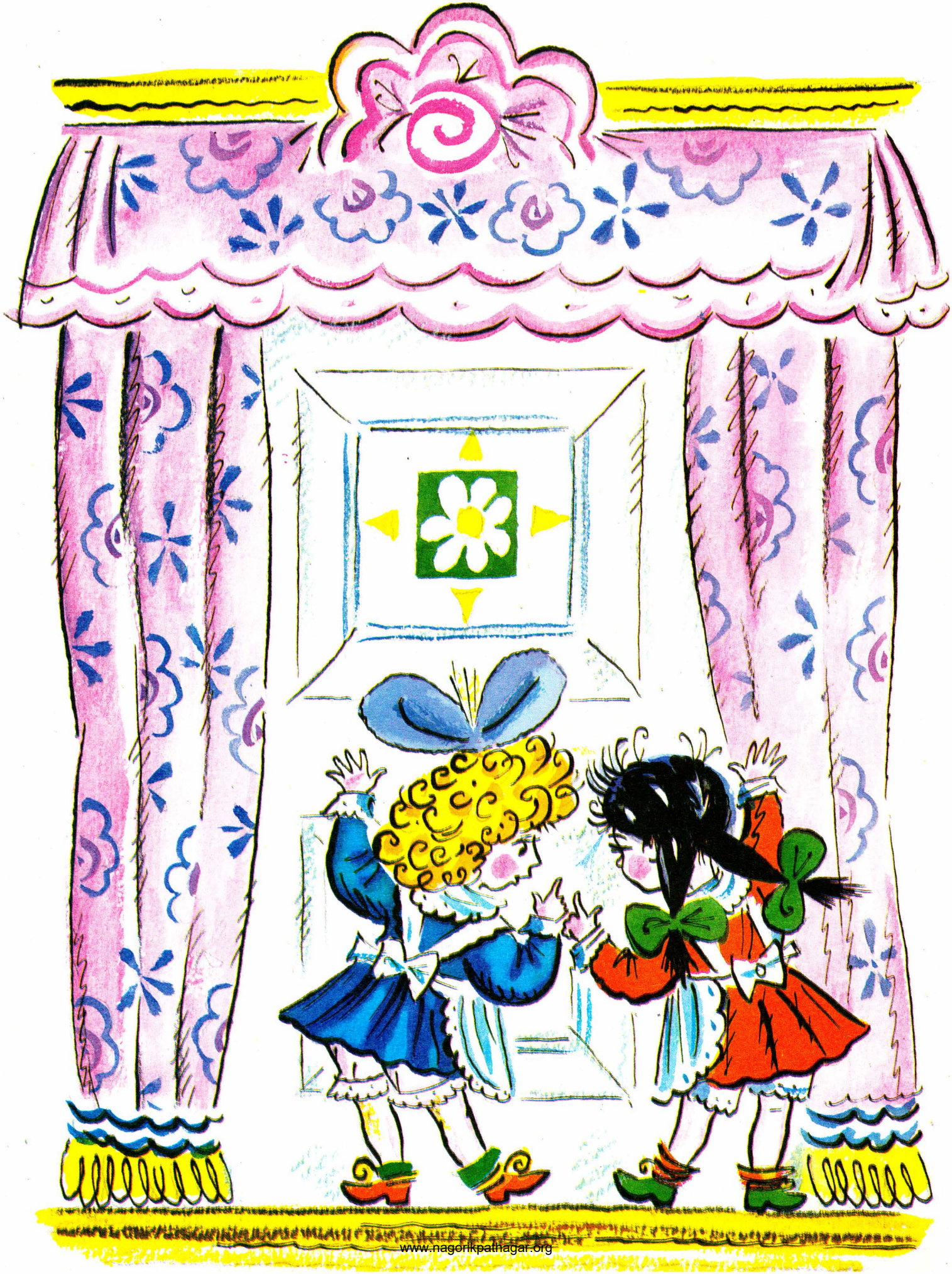

www.nagorikpathagar.org

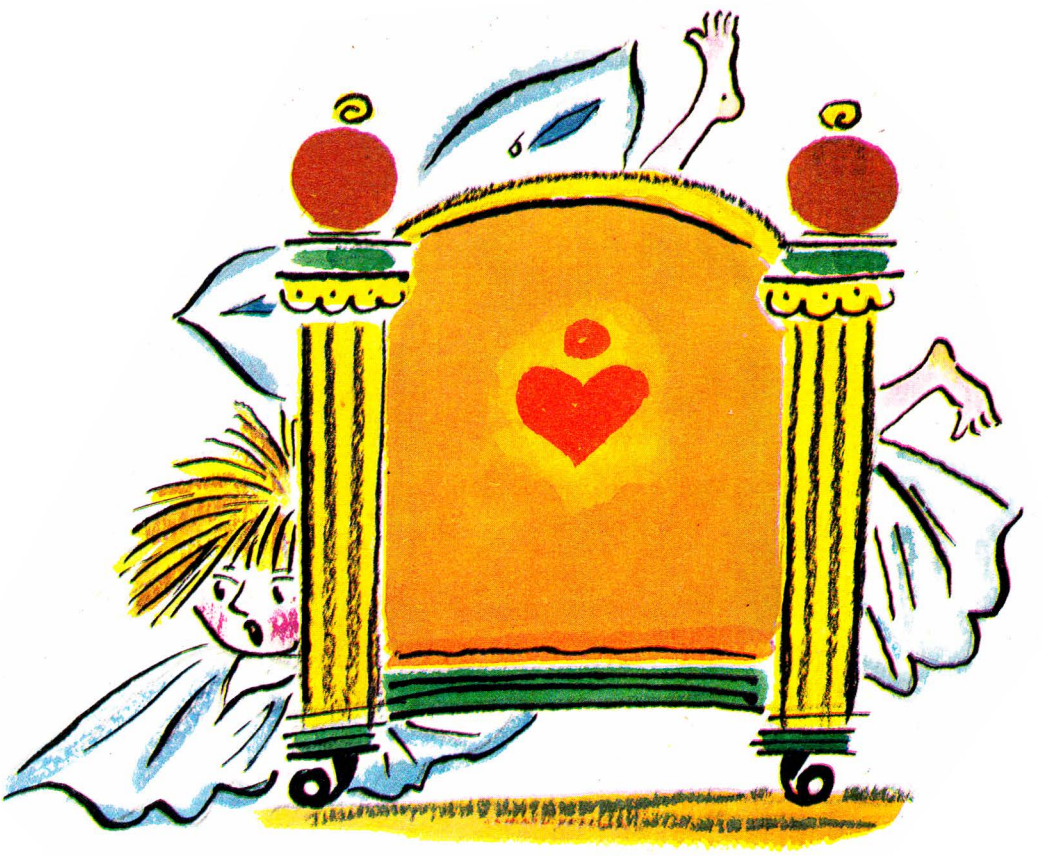

নীল ঝুমকো চলে যাবার পর আনাড়ি খানিকক্ষণ মটকা মেরে পড়ে রইল। তারপর মনে পড়ে গেল পুতুলটা কী দিয়ে তৈরি, দেখবে বলে ঠিক করেছিল যে! বিছানা ছেড়ে উঠতে যাবে, এমন সময় দরজার ওপাশে ফের কতকগুলো পায়ের শব্দ উঠল, কানে এলো কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে।

'কোথায় আছে?'

'ওই ওখানে।'

'কী করছে?'

'খাটে শুয়ে আছে।'

'মরে গেছে নাকি?'

'না, আমার মনে হয় বেঁচেই আছে।'

www.nagorikpathagar.org

'দে দেখি, আমি একটু দেখি।'

'দাঁড়া।'

দরজার দিকে তাকাতে আনাড়ির চোখে পড়ল, দরজার গায়ে চাবি গলানোর ফুটো দিয়ে কে যেন উঁকি মেরে দেখছে।

'ছাড়্ না! বড্ড লোভী ত তুই! আমারও দেখতে ইচ্ছে করে না বুঝি?' আবার ফিসফিস শোনা গেল।

'কী, আমাকে লোভী বললি! ছাড়ব না জায়গা, দেখি কী করতে পারিস!'

এর পর দরজার বাইরে একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ।

'ধাক্কা দিবি না বলছি!' একজন ফোঁস করে উঠল। 'আরেক বার ধাক্কা দিয়েই দ্যাখ্ না, চুলের মুঠি ধরে টেনে ফেলে দেব কিন্তু!'

'আমি তোর বিনুনি ধরে টানব, লাথি মারব তোকে!'

কারা অমন ঝগড়া করছে, দেখার বড় সাধ হল আনাড়ির। এক লাফে বিছানা

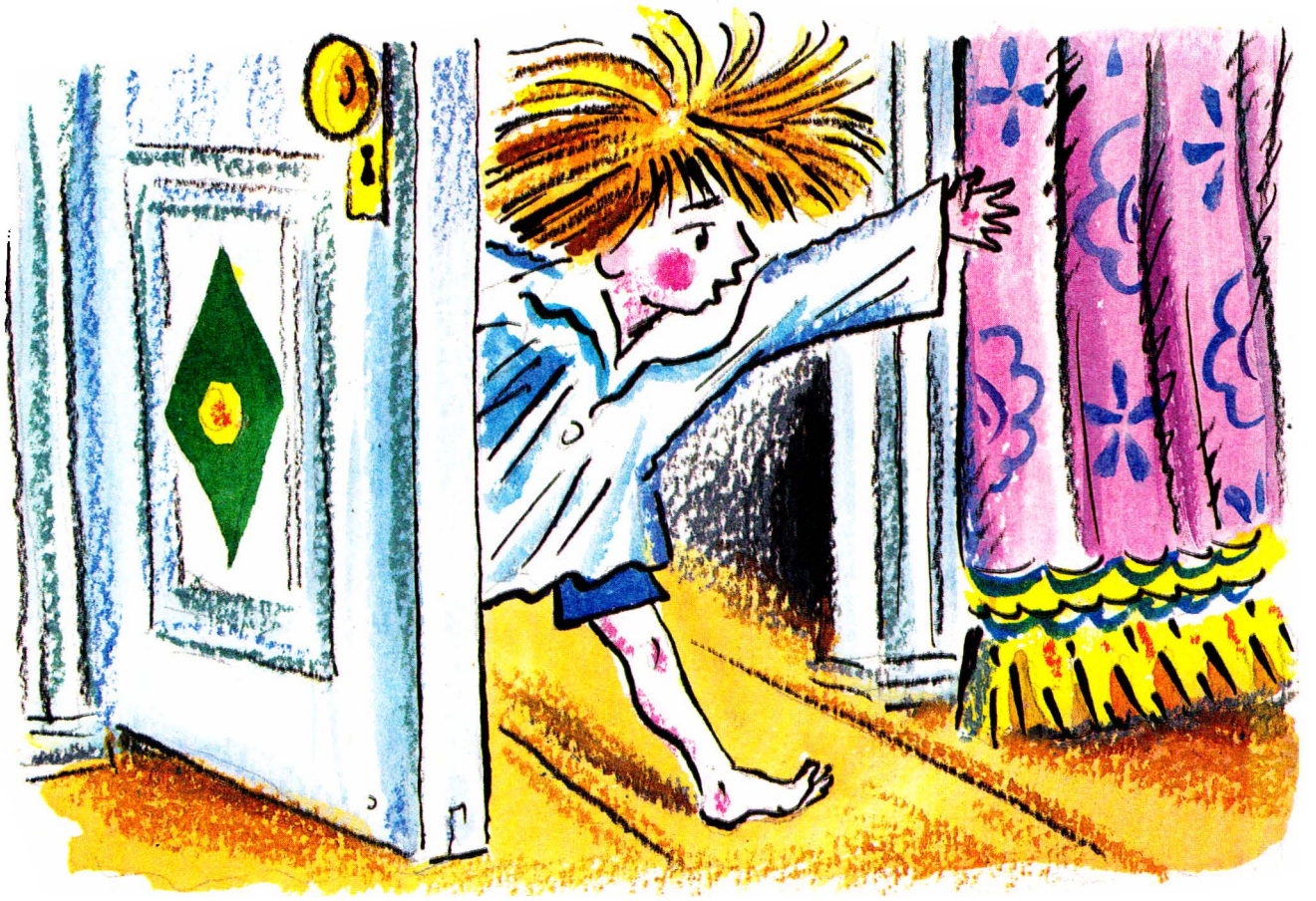

www.nagorikpathagar.org

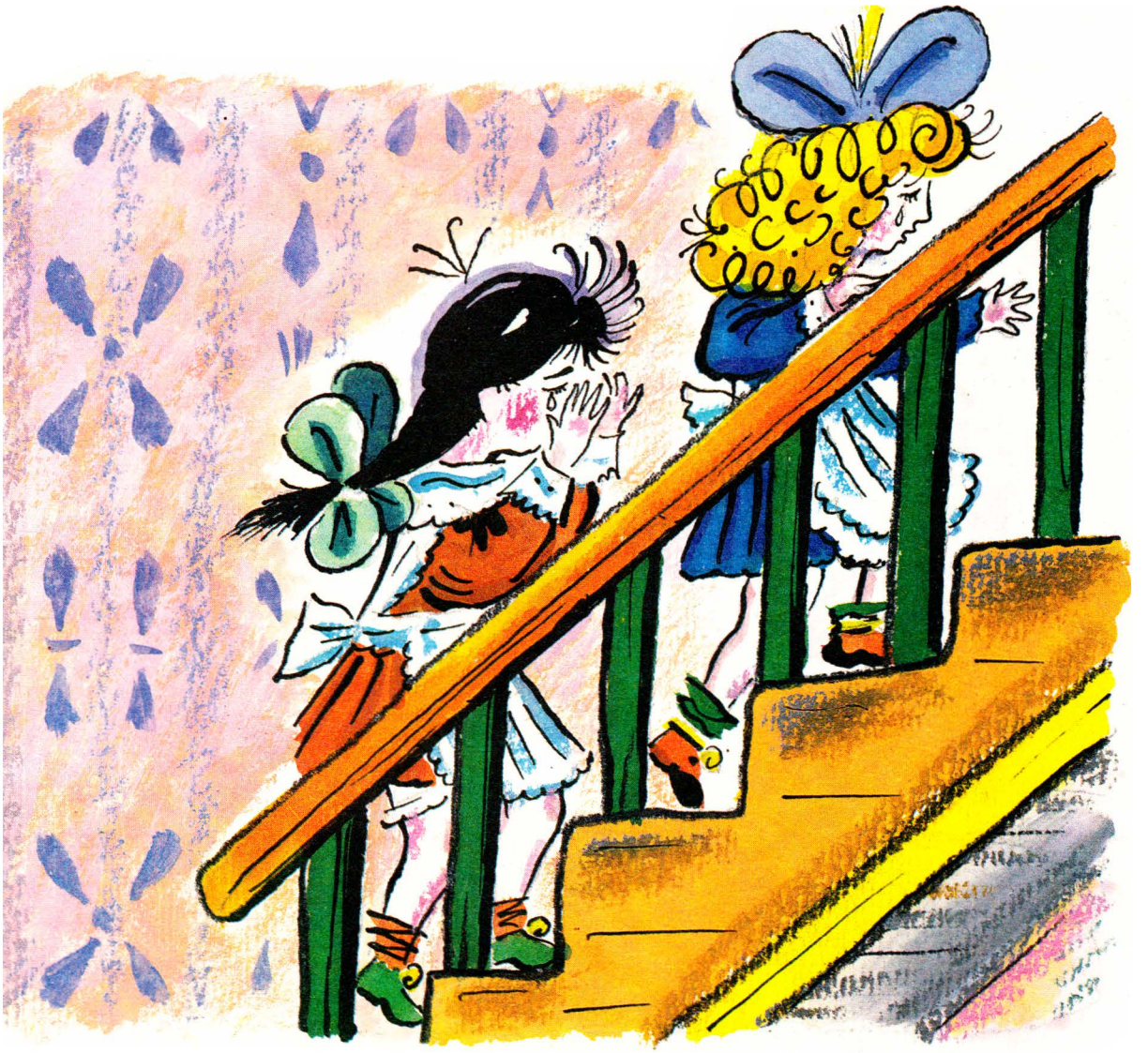

ছেড়ে উঠে ঝট্ করে দরজাটা খুলে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগল। আনাড়ি দেখতে পেল তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটি খুকু। তারা দুহাতে কপাল চেপে ধরে লাফ দিয়ে এক পাশে সরে গেল, ভয়ে কাঠ হয়ে আনাড়ির দিকে তাকাল। ওদের একজনের জামার সামনের কাপড়ের ওপর সুতোর কাজ করে একটা সবুজ খরগোস তোলা, আরেকজনের — একটা লাল কাঠবিড়ালি। ওরা দুজনে ঠিক যেন তালে তাল মিলিয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগল, কাঁদতে শুরু করে দিল। তারপর ঘুরে গিয়ে দরজার ডান ধারের একটা সরু কাঠের সিঁড়ি বয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

www.nagorikpathagar.org

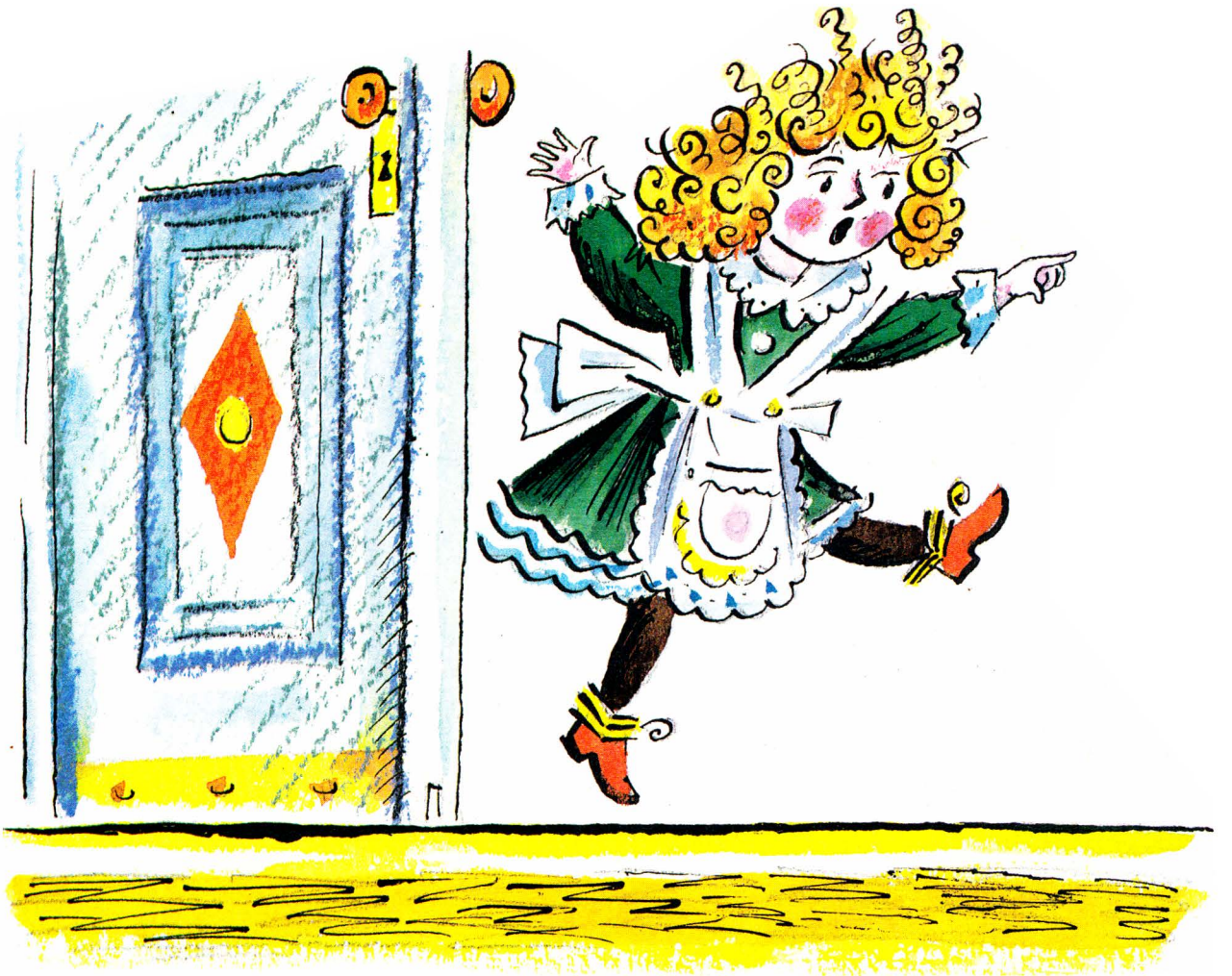

যে খুকুটার মাথার পেছনে দুদিকে দুটো ছোট ছোট বেণী খাড়া হয়ে ছিল সে 'আ-আ-আ' করে ডুকরে কেঁদে উঠল।

অন্যজন, যার মাথার একেবারে চাঁদির ওপর একটা বিরাট নীল ফিতে বাঁধা, তার ধুয়ো ধরে ডাক ছাড়ল 'উ-উ-উ'।

আনাড়ি মাথা চুলকাল, আপন মনে বিড়বিড় করে বলল:

'বোঝ কাণ্ড! দরজা দিয়ে জোর বাড়ি মেরেছি ওদের।'

অচেনা-অজানা বাড়িতে আবার কী করে বসে এই ভয়ে আনাড়ি ফের বিছানায় উঠে বসল, ভাবল একটু ঘুমিয়ে নেবে। কিন্তু ওপাশে লোক চলাচলের সরু জায়গাটায় আবার শোনা গেল পায়ের শব্দ। দরজা খুলে গেল, এবারে ঘরের ভেতরে উঁকি মারল নতুন আরেকটা খুকু। কোঁকড়া চুল, চালাক চতুর ধরনের

www.nagorikpathagar.org

ছোট্ট মুখ, চোখা নাক, দুষ্টুমিভরা দুই চোখে খুশির ঝলক।

'ডাকু!' খুকুটা চিৎকার করে বলল। 'খোকা ডাকু!'

আনাড়ি হকচকিয়ে গিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল। দরজাও তক্ষুনি দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। কানে এলো পায়ের শব্দ — কেউ যেন তাড়াতাড়ি পালাচ্ছে। আনাড়ি কিছু না বুঝতে পেরে কাঁধ ঝাঁকাল।

'আহা, ঢঙ দেখে আর বাঁচি নে!' নাক সিঁটকে বিড়বিড় ক'রে সে বলল।

আনাড়ি বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। এবারে তার ঝিমুনিই এসে গিয়েছিল। কিন্তু আবার দরজা খুলে গেল। কোঁকড়ানো-চুল সেই খুকুটাই ফের ঘরের ভেতরে উঁকি মারল।

'ডাকু!' চেঁচাল সে। 'হা-হা-হা!'

সঙ্গে সঙ্গেই আবার দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। আনাড়ি বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ছুটে গেল ঘরের বাইরে লোক চলাচলের সরু গলিটাতে। কিন্তু সেখানে কাউকে দেখা গেল না।

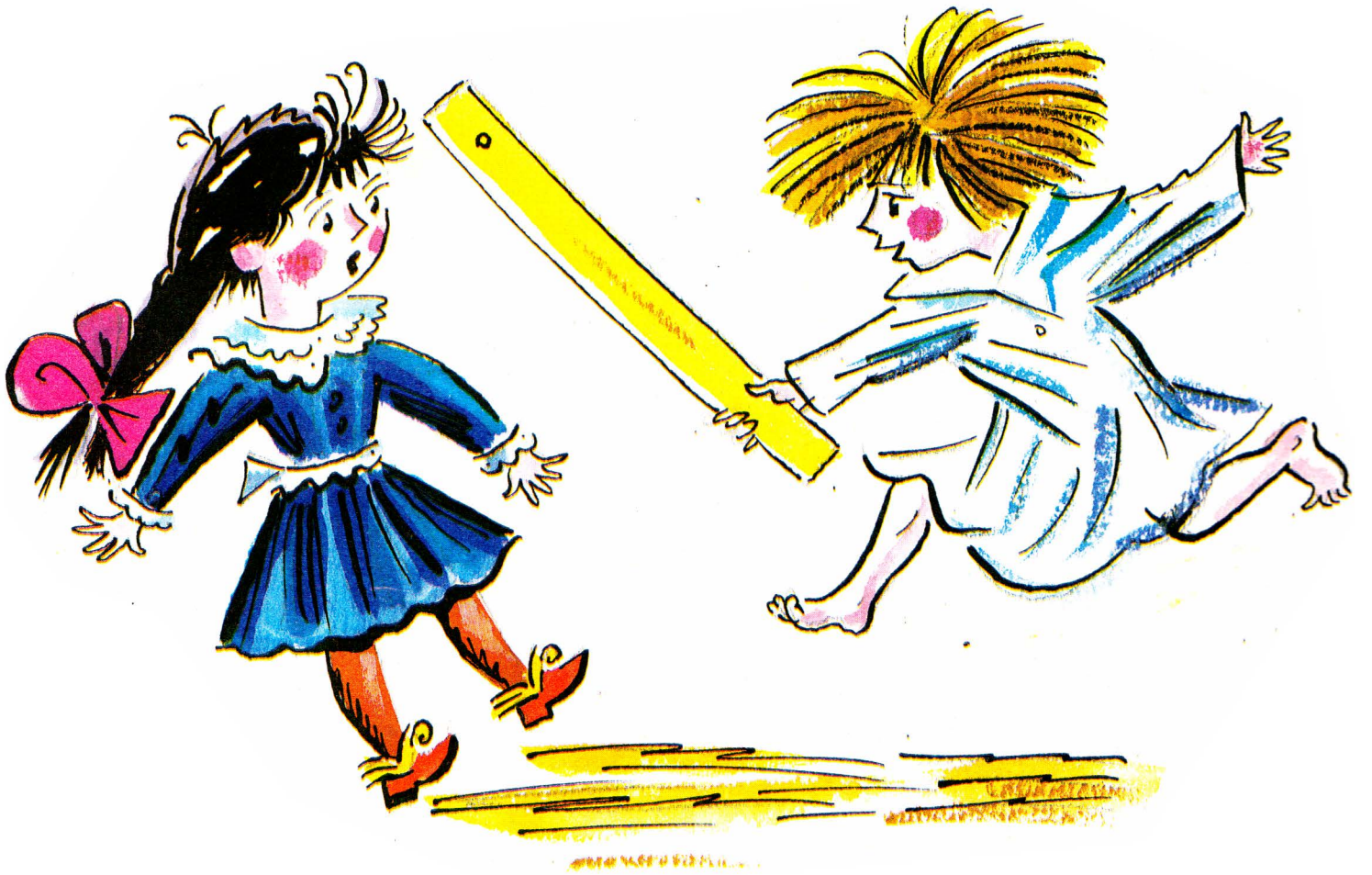

www.nagorikpathagar.org

'দাঁড়াও না, দেখে নেব!' আনাড়ি বিড়বিড় করে শাসাল।

লেখার টেবিল থেকে কাঠের রুলারটা নিয়ে দরজার পেছনে লুকিয়ে থাকল আনাড়ি। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। শিগ্‌গিরই ঘরের বাইরে লোক চলাচলের সরু গলিটাতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। আনাড়ি রুলারটা অনেকখানি উঁচিয়ে ধরল। দরজা খুলে গেল। ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল নীল ঝুমকো — সঙ্গে সঙ্গে ঠকাস করে কপালে এসে লাগল রুলারের বাড়ি।

'উঃ!' হাত দিয়ে কপাল চেপে ধরল নীল ঝুমকো। আনাড়ির ওপর ঝংকার দিয়ে বলল, 'আপনি রুলার নিয়ে মারপিট করতে লেগেছেন কেন? এখন কী হবে? আমার কপালে যে কালশিটে পড়ে যাবে!'

থতমত খেয়ে রুলারটা হাতের মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে আনাড়ি বলল, 'কালশিটে না-ও পড়তে পারে ত!'

'না পড়বে, কালশিটে পড়বেই! আপনি জানেন কেমন ননীর শরীর আমার? আপনি যদি একটা পালক দিয়েও মারেন সঙ্গে সঙ্গে কালশিটে পড়ে যাবে।'

'এক টুকরো প্লাস্টার লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে,' আনাড়ি ভেবে বলল। 'ডাক্তারখানা থেকে আমার জন্যে এনেছিলেন না প্লাস্টার?'

'আমি আপনার জন্যে এনেছিলাম।'

'যথেষ্ট আছে। দুজনেরই দিব্যি কুলিয়ে যাবে,' আনাড়ি জবাব দিল।

প্লাস্টারটা নিয়ে আনাড়ি কাঁচি দিয়ে চার টুকরো করে কাটল।

'শিগ্‌গির লাগান,' নীল ঝুমকো ছটফট করতে লাগল। 'এই যে, এই এখানে।...'

সে কপাল বাড়িয়ে দিয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কোথায় প্লাস্টার লাগাতে হবে। আনাড়ি প্লাস্টার লাগাল, কিন্তু সেটা তেরছা হয়ে লেগেছে দেখে টেনে খুলতে লাগল।

'আস্তে, আস্তে! ওঃ লাগে যে! আপনি এই বিচ্ছিরি প্লাস্টারটা লেপে আমার সমস্ত কপাল নোংরা করে দিলেন দেখছি!' চেঁচামেচি জুড়ে দিল নীল ঝুমকো।

'এই যে, এবারে ঠিক আছে,' কাজ শেষ হতে আনাড়ি বলল।

নীল ঝুমকো আয়নার কাছে ছুটে গেল।

'এই আপনার 'ঠিক আছে'? কপালে এই প্লাস্টার লাগানো অবস্থায় আমাকে যদি হঠাৎ কেউ দেখে ফেলে তাহলে কী হবে? আচ্ছা, এবারে আপনার কাঁধটা দেখান ত দেখি। আপনার কালশিটে কোথায়?'

www.nagorikpathagar.org

নীল ঝুমকো ছোট্ট এক টুকরো প্লাস্টার এঁটে দিতে লাগল আনাড়ির কাঁধে।

'আপনাকে মারার কিন্তু এতটুকু ইচ্ছে আমার ছিল না,' আনাড়ি বলল।

'তাহলে কাকে মারতে চেয়েছিলেন?'

আনাড়ির বলার ইচ্ছে ছিল যে অচেনা একটা খুকু বড্ড জ্বালাতন করছিল

www.nagorikpathagar.org

বলে তাকে সে মারতে চেয়েছিল। কিন্তু ভেবে দেখল সেটা বললে অনেকটা নালিশ করা গোছের হবে। তাই সে বলল:

'কাউকে না। আমি শুধু পরখ করে দেখতে চেয়েছিলাম এই রুলারটা দিয়ে কাউকে ঘা মারা যায় কিনা।'

'কী করে কাউকে ঘা মারা যায়, আপনাদের এই খোকনদের মাথায় সর্বক্ষণ খালি এই চিন্তা। কিন্তু আপনারা নিজেরা যখন ঘা খান তখন আপনাদের খুব একটা ভালো লাগে না।... কী হল, হাসছেন যে বড়? আমার কপালে প্লাস্টার দেখে আপনার হাসি পাচ্ছে, তাই না?' সে আবার আয়নার কাছে এগিয়ে গেল।

'সত্যিই, কপালে এরকম একটা চারকোনা জিনিস লাগানো দেখলে কার না হাসি পায়?'

'এটাকে টিপের মতো গোল করে কেটে ফেলুন,' আনাড়ি পরামর্শ দিল।

নীল ঝুমকো প্লাস্টার টেনে খুলে ফেলল, কাঁচি দিয়ে চারধারটা টিপের মতো গোল করে কেটে ফের কপালে লাগিয়ে দিল।

'আপনার কি মনে হয় এখন আগের চেয়ে ভালো দেখাচ্ছে?' আনাড়ির দিকে ফিরে দাঁড়াল সে।

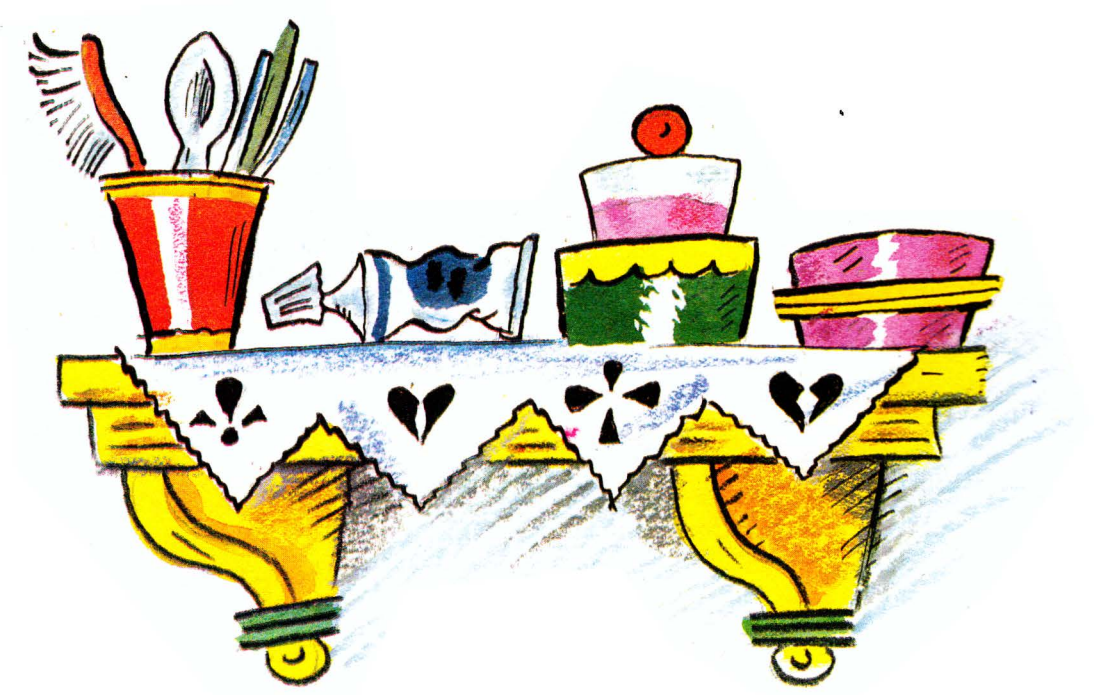

www.nagorikpathagar.org

'তা আর বলতে!' আনাড়ি জোর দিয়ে বলল। 'এমনকি আমার ত মনে হয় আপনাকে বেশ মানায়।'

চোখ কুঁচকে নীল ঝুমকো ভালো করে আয়নায় তাকিয়ে দেখল।

'আচ্ছা, এবারে আমার জামাকাপড়গুলো দিন দেখি,' আনাড়ি বলল।

'আগে হাতমুখ ধুয়ে আসুন, নইলে পাবেন না।'

নীল ঝুমকো তাকে নিয়ে গেল রান্নাঘরে। সেখানে কলতলা। পাশে দেয়ালে পেরেকের গায়ে ঝুলছে একটা গামছা, একটা তাকে সাবান আর দাঁতের মাজন।

'এই রইল আপনার দাঁত মাজার বুরুশ আর দাঁতের মাজন। দাঁত মাজবেন,' এই বলে নীল ঝুমকো একটা দাঁত মাজার বুরুশ বাড়িয়ে দিল আনাড়ির দিকে।

'এই দাঁতের মাজন-টাজনগুলো দুচক্ষে দেখতে পারি না!' আনাড়ি গজগজ করে বলল।

'কেন? দাঁতের মাজন কী দোষ করল?'

'বিচ্ছিরি স্বাদ!'

'কিন্তু আপনি ত আর মাজন খেতে যাচ্ছেন না!'

'খাই আর না খাই। জিভ জ্বালা করে যে!'

'একটু জ্বালা করবে, পরে ছেড়ে যাবে।'

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ইচ্ছে না থাকলেও আনাড়ি দাঁত মাজতে শুরু করল। দুবার দাঁতে বুরুশ বুলানোর পর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে একটা বিকট ভঙ্গি করল সে, তারপর থুতু ফেলতে লাগল। পরে জল দিয়ে মুখ কুলকুচি করল, সাবান দিয়ে হাত ধুতে লাগল। হাত ধোওয়া হয়ে গেলে সাবানটা তাকে রেখে দিল, এবারে চোখমুখ ধুতে শুরু করল।

'মুখও সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন,' নীল ঝুমকো বলল।

আনাড়ি তাতে বলল, 'আরও কিছু! সাবান চোখে যাবে যে!'

'না, না, তা চলবে না। তাহলে আপনার জামাকাপড় পাবেন না,' কড়া গলায় নীল ঝুমকো বলল।

কী আর করা? আনাড়ি মুখে সাবান মেখে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় জল দিয়ে সাবান ধুয়ে ফেলতে লাগল।

'হি-হি-হি!' ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বলল সে। 'উঃ কী ঠাণ্ডা জল!'

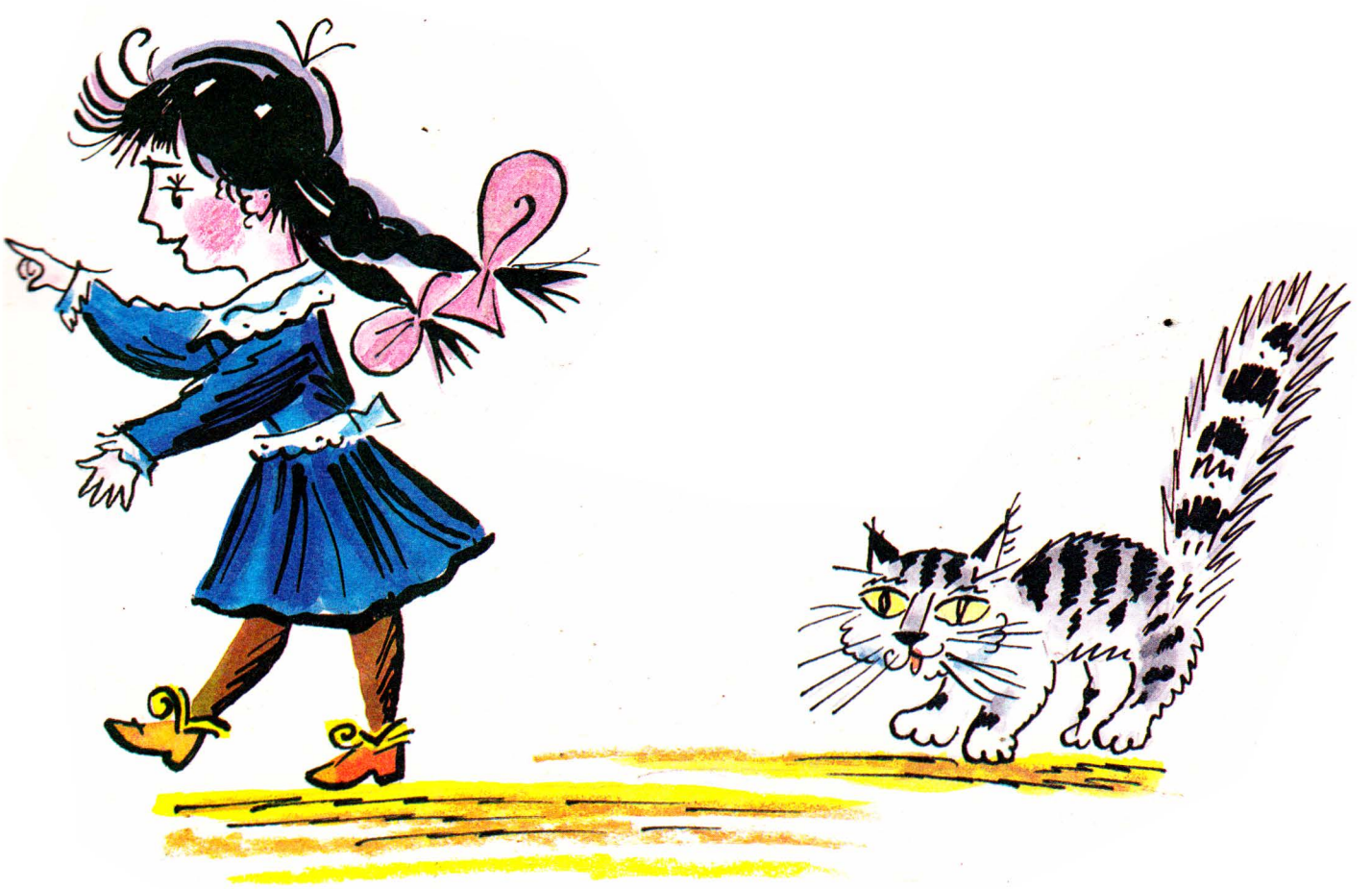

www.nagorikpathagar.org

কোন রকমে মুখ ধোওয়া পাকলা করার পর সে সামনে হাত বাড়াল। চোখ না খুলেই দেয়াল হাতড়াতে লাগল।

নীল ঝুমকো তার দিকে তাকিয়ে কষ্ট করে হাসি চাপতে চাপতে জিজ্ঞেস করল:

'কী খুঁজছেন?'

'গা-মছা,' ঠাণ্ডায় হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে আনাড়ি উত্তর দিল।

'চোখ বন্ধ করে খুঁজছেন কেন? চোখ খুলুন।'

'কী করে খুলব? অমনিতেই ছাই সাবান যে চোখে ঢুকছে!'

'ভালো করে ধুয়ে ফেললে ত আর ঢুকত না।'

নীল ঝুমকো দেয়ালের পেরেক থেকে গামছাটা নিয়ে আনাড়ির দিকে বাড়িয়ে

www.nagorikpathagar.org

দিল। আনাড়ি খানিকক্ষণ ধরে গামছা দিয়ে মুখ না রগড়ে কিছুতেই চোখ খুলল না।

'হ্যাঁ, এবারে আপনি বেশ সাফসুতর হয়েছেন, এমন কি আপনাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে,' নীল ঝুমকো বলল। কিন্তু মুখ ঘসার পর গামছায় নোংরা দাগ লেগে রয়েছে দেখে শেষকালে আবার বলল, 'কিন্তু পরের বার আরও ভালো করে ধুতে হবে। প্রথম বার বলেই অল্পের ওপর দিয়ে ছেড়ে দিলাম আপনাকে।'

তারপর আনাড়িকে তার জামাকাপড় এনে দিয়ে বলল:

'জামাকাপড় পরে ওপরে চা খেতে আসুন। আপনার খুব খিদে পেয়েছে, তাই না?'

'খিদে? হ্যাঁ, ভয়ংকর খিদে পেয়েছে!' আনাড়ি স্বীকার করল। 'এত খিদে পেয়েছে যে মনে হচ্ছে একটা আস্ত হাতি খেয়ে ফেলতে পারি!'

'আহা, বেচারি! তাহলে জলদি চলে আসুন, আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

www.nagorikpathagar.org

Н. НОСОВ

Новые знакомые

На языке бенгали

NIKOLAI NOSOV

New Friends

In Bengali

© বাংলা অনুবাদ · সচিত্র · 'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো · ১৯৮৮

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

4·00

শিশুদের জন্য

আনাড়ি ও তার বন্ধুদের কাহিনী যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে 'আনাড়ির কাণ্ডকারখানা' সিরিজের অন্যান্য বই পড়ে ফুলনগরীর অধিবাসী রূপকথার নায়কদের আরও কাণ্ডকারখানার পরিচয় পেতে পার।

ISBN 5-05-000730-5

ISBN 5-05-001776-9

www.nagorikpathagar.org